Vol. 42 | No. 2 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

থিয়েটারে ইম্প্রোভাইজেশন

Volume	42
Issue	2
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রহমত আলী
Published online	February 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v42i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i2.5
Pages	68-79
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

থিয়েটারে ইম্প্রোভাই

Check for updates

রহমত আলী*

কোন এক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত সৃষ্টি যা সম্পূর্ণতা লাভ করে অপরের রসাস্বাদনের মধ্যে তাই শিল্প। ভোক্তা মানুষের কাছে সেই শিল্পরস পরিবেশিত হওয়া চাই। শিল্প এক অপূর্ব সৃষ্টি বা বস্তু যা একমাত্র বিশেষ প্রতিভা দ্বারাই নির্মাণ করা সম্ভব এবং যার প্রকাশ ও বিকাশ শুধু বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক শিল্পকলার দুটি লক্ষণ হল –

(ক) উপভোক্তার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করা ;

(খ) উপভোক্তার মনে আবেগ বা রস সঞ্চার করে আনন্দদানের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও সচেতন করা।

এই দুটি কার্য সিদ্ধ হলে আমরা সেই কর্মকে শিল্প বা সৃজনশীল কর্ম বলতে পারি। এই সৃজনশীল কর্ম সম্পাদন করতে হলে একজন শিল্পীর সবেচেয়ে মহান এবং প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেকে স্বাধীন এবং পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা।

আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রত্যয় আছে। এ ছাড়াও আছে আমাদের নিজস্ব জগতের দৃষ্টিভঙ্গি, নিজস্ব আদর্শ এবং জীবনের প্রতি একটি নৈতিক মনোভাব। এ ধরনের (গভীরভাবে) দৃঢ় অবচেতন মতবাদ একটি লোকের ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্যবোধ গঠন করে এবং এই স্বাতন্ত্র্যবোধই স্বাধীন অভিব্যক্তির চরম আকাঙ্ক্ষা। চিন্তাশীল ব্যক্তি যাঁরা নিজেদেরকে প্রকাশে সচেষ্ট থাকেন, তাঁরা নিজস্ব দার্শনিক রীতি বা প্রণালী তৈরি করেন। অনুরূপভাবে একজন শিল্পী তাঁর অন্তরের স্থির ধারণাকে প্রকাশের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে উপস্থিত মত প্রকাশ করেন নিজের তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত কৌশল দ্বারা। এই কৌশলই হচ্ছে তার শিল্পের নির্দিষ্ট রূপ। একই কথা আমরা একজন অভিনেতার শিল্পের ব্যাপারেও বলতে পারি। তাঁর অভিনয়ের আকাঙ্ক্ষা এবং পরম লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে কেবল পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিকভাবে মত প্রকাশের কৌশল দ্বারা যাকে আমরা Improvisation বলি।

যদি একজন অভিনেতা কোন লেখকের কথা আওড়ানোর মধ্যে নিজেকে

* সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা শাখা, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সীমাবদ্ধ রাখেন এবং শুধু পরিচালকের আদেশ পালনে ব্যস্ত থাকেন এবং স্বাধীনভাবে কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া তাৎক্ষণিক মত প্রকাশের কোন সুযোগ না নেন তা হলে তিনি অপরের সৃষ্টজগতে একজন ক্রীতদাস হিসেবে পরিগণিত হবেন। তখন তার পেশা হবে অপরের কাছ থেকে ধার করা পেশা। তিনি ভুল ধারণা পোষণ করেন, ভাবেন যে লেখক এবং পরিচালক দুজনেই তাঁর তাৎক্ষণিক মত প্রকাশের উদ্ভাবনীতে সাহায্য করেছেন। তিনি আরো ভাবেন যে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিধর্মী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুক্ত, স্বাধীন অভিব্যক্তির আর বোধ হয় কোন কিছু অবশিষ্ট নেই। দুর্ভাগ্যবশত আজ অনেক অভিনেতার মধ্যেই এই দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান।

প্রত্যেকটি ভূমিকা নূতন কিছু উদ্ভাবনের এবং লেখক–পরিচালকের সংগে কাজ করা, সৃষ্টি করার এক অনন্য সুযোগ। এর অর্থ এই নয় যে নূতন কোন পদ্ধতি বা সংলাপ উদ্ভাবন করা বা পরিচালক কর্তৃক অংকিত কোন বিষয়কে পরিবর্তন করা। অন্যদিকে পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত কথা এবং বিষয়কে ভিত্তি করেই একজন অভিনেতা কোনরূপ পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই উপস্থিত মত প্রকাশ করতে পারেন। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া উদ্ভাবনীর এই ব্যাপক ক্ষেত্রে খোলা দ্বার হচ্ছে তিনি কিভাবে কথা বলেন এবং কিভাবে অভিনয়ের বিষয়কে পরিপূর্ণতা দান করেন। এই কিভাবে করার ব্যাপারটাই হচ্ছে তাঁর নিজকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার উপায়।

এ ছাড়াও কথা ও বিষয়ের মধ্যখানে অগণিত মূহূর্ত থাকে যেখানে একজন অভিনেতা বিস্ময়কর মনস্তাত্ত্বিক উত্তরণের সৃষ্টি করতে পারেন এবং তাঁর অভিনয়কে নিজের মত করে কাহিনীতে বিশদ ও চমৎকার বর্ণনা সংযোজন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি সেখানে তাঁর সত্যিকারের শৈল্পিক উদ্ভাবনপটুতা প্রদর্শন করতে পারেন। সমস্ত চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্পর্কে তাঁর এই ব্যাখ্যা পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতিরেকে উদ্ভাবনীর জন্য একটি ব্যাপক দূরত্বের সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন নিজেকে নিজের অভিনয়ের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান অথবা অতি ব্যবহৃত কথাবার্তার অবলম্বন। যদি তিনি তাঁর সকল ভূমিকাকে সরল ভাবা বন্ধ করেন এবং প্রত্যেকটি ভূমিকার জন্য সুন্দর চরিত্রায়ণের চেষ্টা করেন তা হলে সেটাই হবে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া নতুন কিছু উদ্ভাবনের একটি উত্তম পন্থা। যে অভিনেতা মঞ্চের প্রতিটি ভূমিকার সংগে নিজের পরিবর্তনের কোন আনন্দ অনুভব করেন না, তিনি উদ্ভাবনের এই বাস্তব এবং সৃষ্টিধর্মী অর্থের ব্যাপারে কমই জানতে পারেন।

অধিকন্তু যখনই একজন অভিনেতা উদ্ভাবনের এই ক্ষমতা বিকশিত করেন, তিনি তার মধ্যে এক ধরণের অফুরন্ত সম্পদ খুঁজে পান যেখান থেকে প্রতিটি নতুন নতুন উদ্ভাববনী শক্তি উৎসারিত হয়। এই শক্তির কারণেই তিনি এক ধরণের স্বাধীনতা উপভোগ করেন যা তাঁর কাছে ছিল অজ্ঞাত। এভাবে তিনি নিজকে অত্যন্ত

সম্পদশালী বলে অনুভব করেন।

'ইম্প্রোভাইজেশন' শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ তাৎক্ষণিক ক্রিয়া বা তাৎক্ষণিকভাবে কোন ক্রিয়া করা। থিয়েটারে ইম্প্রোভাইজেশন একটি অপরিহার্য প্রয়োজনীয় উপাদান। কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই একটি তাৎক্ষণিক বা উপস্থিত ভাবনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে, হাতের কাছে প্রাপ্ত বস্তুগত উপাদান (প্রপ্‌স, কস্টিউম, লাইট প্রভৃতি) অবলম্বন করে একটি ক্রিয়াকে কথায় ও শরীরে প্রকাশ করাকেই থিয়েটারের ভাষায় ইম্প্রোভাইজেশন বলে।

বলা হয়ে থাকে যে, ইম্প্রোভাইজেশন হল 'স্ব-উৎসারিত অভিনয় পদ্ধতি' বা 'পাণ্ডুলিপি বিহীন অভিনয়' অনুশীলন। থিয়েটারে ইম্প্রোভাইজেশন এমন একটি মুক্ত উপাদান যার কোন নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপি বা কোন পূর্ব নির্ধারিত কাহিনী থাকে না বরং একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। আলো, সংগীত, দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা নেই, কিন্তু অভিনেতা হাতের কাছে পাওয়া উপাদানের তাৎক্ষণিক ব্যবহারের দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। ইম্প্রোভাইজেশনে সর্বোপরি কোন নির্দেশকের নির্দেশনা থাকে না। অভিনেতার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দুর করে তার সৃষ্টিশীলতা প্রকাশে ইম্প্রোভাইজেশন একটি বাঁধনহীন উন্মুক্ত অভিনয় প্রক্রিয়া। তবে মনে রাখা দরকার যে, কল্পনাশক্তিই হচ্ছে ইম্প্রোভাইজেশনের মূল চাবিকাঠি।

ইম্প্রোভাইজেশনের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব নির্ধারিত কোন বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে বাচিক ও আংগিক অভিনয়ের দ্বারা ঘটনার ক্রমবিন্যাস ইম্প্রোভাইজেশনে থাকে না, বরং এর মূলে থাকে একটি ভাবনা, যাকে কেন্দ্র করে অভিনেতা তার অংগভংগি, অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গির আশ্রয়ে একটি ঘটনাকে সাজিয়ে থাকেন বা রূপায়ণ করে থাকেন। অর্থাৎ ইম্প্রোভাইজেশনে পূর্ব নির্ধারিত কোন ক্রিয়া বা ঘটনা বিন্যাস নেই, কিন্তু একটি মূল ভাবনা আশ্রিত ক্রিয়ারেখা থাকে, যা অভিনেতার সৃজনক্ষমতা প্রকাশে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। এই ক্রিয়ারেখাকে কেন্দ্র করেই অভিনেতা তার কল্পনার জাল বুনে একে একে আবিষ্কার করে নতুন নতুন পথ ; অভিনয় ক্রিয়াকে করে তোলে আকর্ষণীয় ও উত্তেজনামূলক। এদিক থেকে ইম্প্রোভাইজেশনের আরেকটি অর্থ দাঁড়ায় আবিষ্কার বা অভিযান। কেননা অভিনেতা মূল ভাবনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং প্রাপ্ত ক্রিয়ারেখার আশ্রয় খুঁজতে থাকে নানা প্রকার নতুন নতুন পথ। বিষয়ের প্রকাশে অভিনেতার নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয় স্থান, কাল, পাত্র তথা সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা। উদাহরণ স্বরূপ, মূল ভাবনা 'মৃত্যু' এবং ক্রিয়ারেখা : হালকা-আলোয়

অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘর। একটি মোমবাতি।

এক কোণে একটি টেবিল, পাশে একটি কলসি উপুড় হয়ে আছে। বাইরে বৃষ্টি এবং ঘরে এক লোক।

দরজার পাশে ঝুলে আছে ধবধবে সাদা একটি কাপড়, পাশে চাটাই বিছানো একটি খাট।

এই মূল ভাবনাকে ধারণ করে এক্ষেত্রে অভিনেতা উক্ত ক্রিয়ারেখাকে অনুসরণ করে বা অসংখ্য ভাবে এর ব্যবহার করে সাজাবেন বিচিত্র কল্পনার ফুলঝুরি। 'মৃত্যু' মূল ভাবনাটিই তার কাছে উদ্দীপক হিসাবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে এই ভাবনা প্রকাশে সহায়তা করবে বহিঃরেখা বা ক্রিয়ারেখা। এই ক্রিয়ারেখা হচ্ছে অভিনেতার বাহন। প্রত্যেক অভিনেতা তার নিজের মত করে এই রেখার অসংখ্য ও বিচিত্র ব্যবহারে মৃত্যু ভাবনা প্রকাশ করতে পারে। কেননা কোন অভিনেতা নিজেকে মনে করতে পারে জীবনযুদ্ধে পরাজিত সম্পূর্ণ একজন ব্যর্থ মানুষ, যার চোখের সামনে ঝুলানো সাদা কাপড় মৃত্যুর দূত হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আবার কারো কাছে জীবন প্রতি মুহূর্তে প্রেম ভালবাসা আর আনন্দে পরিপূর্ণ, সে মরতে চায় না। কিন্তু তাকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে গেছে কিন্তু কলসিতে পানি নেই। জীবনকে উপভোগ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সারা ঘর ছুটে বেড়াচ্ছে কিন্তু ঐ কাপড় প্রতি মুহূর্তে তাকে মৃত্যু ভয়ে গ্রাস করছে। ক্রমে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। এভাবে প্রত্যেক অভিনেতার কাছে বিষয়ের বা ভাবনার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর এইভাবে মূল ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে বিচিত্র পথ আবিষ্কার করাই হচ্ছে অভিনেতার মূল কাজ। এখানে উল্লেখ্য যে ক্রিয়ারেখা ছাড়া ইম্প্রোভাইজেশন হতে পারে তবে মূল ভাবনা অপরিহার্য। এই আবিষ্কার অভিনেতার সৃজনক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। অভিনেতা হিসাবে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার জন্য তাই ইম্প্রোভাইজেশন একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত।

প্রত্যেক ইম্প্রোভাইজেশনের সৃষ্টি সম্ভাবনা সীমাহীন এবং সংখ্যাতীত। একই ইম্প্রোভাইজেশনের অসংখ্য ব্যাখ্যা এবং অসংখ্য প্রকাশভঙ্গি হতে পারে। অভিনেতা তাঁর ইচ্ছে মত মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার রং দিয়ে সাজাতে পারেন সেই অসংখ্য পথ। অর্থাৎ অভিনেতার উদ্ভাবনীশক্তির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল এই ইম্প্রোভাইজেশনাল অভিনয় প্রক্রিয়া। এইটাই হচ্ছে ইম্প্রোভাইজেশনের শক্তিশালী দিক যা অভিনেতাকে সৃষ্টিশীল আত্মবিশ্বাসীতে পরিণত করতে পারে।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা পরিপূর্ণতা হচ্ছে ইম্প্রোভাইজোইশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যদিও এর পূর্ব পরিকল্পিত কোন ঘটনার ক্রমবিন্যাস নেই। তবুও

তাৎক্ষাণকভাবে কোন বিষয় বা ভাবনা প্রকাশে সৃষ্ট ঘটনার বা ক্রিয়ার মধ্যে থাকতে হবে এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা। অর্থাৎ ঘটনার একটি শুরু থাকবে এবং সেই শুরুর থাকবে একটি 'অন্ত বা সমাপ্তি'। আর এই দুয়ের মধ্যে বা শুরুর এবং শেষের মাঝে থাকবে একটি মধ্য অর্থাৎ কাহিনীর ক্রমবিকাশ (development)।

দলীয় বা গ্রুপ ইম্প্রোভাইজেশনের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Give and take বা আদান-প্রদান প্রক্রিয়া। পূর্ব পরিকল্পনাহীন তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার বিন্যাসে এই আদান-প্রদান প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোন প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এই অভিনয় ক্রিয়া শুরু হয় বলে অভিনেতার যাবতীয় সংলাপ এবং ভঙ্গি তার সহ-অভিনেতার কাছে থাকে অজ্ঞাত। তাই অভিনেতাকে সব সময় তার Response বা Reaction-এর জন্য তার সহ অভিনেতার ওপর নির্ভর করে এগুতে হয়। অভিনেতা ঘটনার স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কে যে ইংগিত প্রদান করে সেই সূত্র ধরেই সহ অভিনেতাকে কাহিনীর বা ঘটনার পরবর্তী সূত্র রচনা করতে হয়। এই Give and take প্রক্রিয়ার সাথে 'দোয়েল বল ছোড়া' খেলাটির সাথে সাদৃশ্যমূলক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন :

দেয়ালে যে ভাবে এবং যে গতিতে বল ছোঁড়া হয়, ঠিক সেই গতিতে উল্টোভাবে ফিরে আসে। ইম্প্রোভাইজেশনের অভিনয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও ঠিক তেমনি। অভিনেতার ক্রিয়া অনুযায়ী সহ অভিনেতার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে। কেননা অভিনেতার ক্রিয়া তার কাছে অজ্ঞাত তাই তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না হলে ইম্প্রোভাইজেশনের ঐক্যতান এবং ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয় না।

ইম্প্রোভাইজেশনের সময় কথা বা সংলাপ থেকে কাজের অর্থাৎ ক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব বেশি দিতে হয়।

ইম্প্রোভাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

আধুনিক থিয়েটারে ইম্প্রোভাইজেশনের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে নির্দেশকের নাট্যপরিচালনায় এবং অভিনেতার প্রাথমিক অভিনয় প্রশিক্ষণে এই ইম্প্রোভাইজেশনের ব্যবহার এখন বহুল এবং বহুমাত্রিক।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে চরিত্রের বয়স, চলন, ভঙ্গি, মানসিক ও শারীরিক গড়ন, অভ্যাস, রুচিবোধ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা ফুটিয়ে তোলার জন্য নির্দেশক পাণ্ডুলিপি নির্দেশিত পথে পাণ্ডুলিপির গভীর থেকে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য ইম্প্রোভাইজেশনের মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসেন এবং চরিত্রটির একটি সার্থক রূপ দান করেন।

আবার অন্যদিকে একজন অভিনেতাকে অভিনয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জড়তা, লজ্জা, সংকোচ, হাত ও পায়ের অবস্থা নিয়ে নানাবিধ বিপাকে পড়তে হয়, কখনো বা অভিনেতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন যে, সংলাপটি কি করে বলবেন বা সংলাপ অনুযায়ী শরীরকে কোথায় রাখবেন, কোন কিছুতেই সে চরিত্র বা প্রদত্ত পরিস্থিতির সাথে একাত্ম হতে ব্যর্থ হন। অভিনেতার ঐ সকল প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং স্বতঃস্ফূর্ততা সাবলীলতা আনার জন্য ইম্প্রোভাইজেশন করিয়ে থাকেন। এ সকল ক্ষেত্রে পরিচালক অভিনেতার দ্বারা নানাবিধ ইম্প্রোভাইজেশন করিয়ে থাকেন, যার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গেমস্ বা খেলাধুলা এবং শরীর অনুশীলন। এ দুটি উপাদান সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হলো।

ইম্প্রোভাইজেশনের এই কার্যাকরিতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অভিনেতার নিজের ওপর। সব কিছুর শুরুতেই তাকে যেসব বিষয়ে আন্তরিক থাকতে হবে তা হলো শৃঙ্খলাবোধ, শ্রদ্ধা এবং অনুশীলন। শিল্পের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং তার জন্য অনুশীলন, প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনে শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে তাঁর এই অঙ্গনে না আসাই ভাল। ইম্প্রোভাইজেশন অভিনেতার বহুমাত্রিক বিকাশে, সচেতনতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব গঠনে এক অপরিহার্য কৃতকৌশল, যার গুরুত্ব অপরিসীম।

ইম্প্রোভাইজেশন অভিনেতার কল্পনার দিগন্তকে প্রসারিত করে, ব্যাপ্তি নিয়ে আসে তার গভীরতায়। আবিষ্কারের নেশায় এক কৌতূহলী মন তৈরি করে দেয়। কিন্তু সব কিছুর আগে দরকার সদিচ্ছা। নতুন কিছু করার বা নতুন আবিষ্কারের তাগিদ ও দায় ভেতরে না থাকলে সৃষ্টিশীল অভিনেতা হওয়া সম্ভব নয়। ইম্প্রোভাইজেশন পারে সেই সদিচ্ছা জাগ্রত করে উপলব্ধি আর অন্তর্দৃষ্টি এনে দিয়ে একটি সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে।

ইম্প্রোভাইজেশন একাত্মতা সৃষ্টি করে। চরিত্রাভিনয়ে চরিত্রের মানসিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চরিত্রের সার্বিক বাহ্যিক ও মানসিক আদল তৈরি করতে হয়। ইম্প্রোভাইজেশন চরিত্র নির্মাণের এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রক্রিয়া।

অভিনেতা হওয়ার জন্য প্রয়োজন এক ধরনের পরিশীলিত নান্দনিক জ্ঞান। শিল্পের আবেদন চিত্তের কাছে, শিল্প আবেগ এবং বুদ্ধিকে উত্তেজিত করে, এক প্রকার ভাললাগার আনন্দে মনকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু শিল্পের বাহুল্য বা কৃচ্ছ্রতা উভয়ই চিত্তকে আঘাত করে। এজন্য প্রয়োজন পরিমিত মাত্রার নান্দনিক বোধ। প্রায় ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় অভিনেতা চরিত্র চিত্রণে বাড়াবাড়ি রকমের রঙের আঁচড় কেটে

চরিত্রকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হন। ইম্প্রোভাইজেশনের বিভিন্ন অনুশীলন চরিত্র চিত্রণের যথাযথ মাত্রা জ্ঞান দান করে। ইম্প্রোভাইজেশন দান করে অভিনেতাকে একপ্রকার পরিমতিবোধ যা শৈল্পিক এবং নান্দনিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

অভিনয় হচ্ছে কবি কল্পিত চরিত্রের জীবন্ত রূপায়ণ। কল্পিত চরিত্রের রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন কল্পনার অবাধ উদ্গীরণ। এক কথায় অভিনয় হচ্ছে একটি সৃষ্টিশীল ক্রিয়া। ইম্প্রোভাইজেশন অভিনেতার কল্পনাকে, সৃষ্টিশীলতাকে উত্তেজিত করে, আন্দোলিত করে। অনুভূতির বন্ধ দুয়ার উম্মুক্ত করে দিয়ে তৈরি করে এক অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

অভিনয়ের জীবন তার ব্যবহারিক প্রয়োগে প্রকাশ পায়। অভিনয় শেখার একমাত্র উপায় হচ্ছে অভিনয় করা। অভিনয়ের সফলতা তার প্রত্যক্ষকরণের মাধ্যমে যার সাথে যুক্ত শারীরিক ক্রিয়া। কোন কিছু করাকে ক্রিয়া বলে। অভিনয়ে ক্রিয়া হচ্ছে চরিত্রকে ধারণ করে শারীরিক ও মানসিক ভাবে চরিত্রের উপস্থাপনা। সুতরাং অভিনয় ক্রিয়া সরাসরি ভাবে শারীরিক ক্রিয়া বা পারফরমেনসের সাথে যুক্ত। সংলাপের মধ্যে দিয়ে ভাষা যেমন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে একই সাথে অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গি, হাঁটা-চলা, জেসচার প্রভৃতির মধ্য দিয়েও ভাষা প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সংলাপ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং সংলাপ এবং শরীর অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই যাঁরা সংলাপ প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়া বা শরীরের অবস্থান নিয়ে বিপাকে পড়েন তাঁদের জন্য ইম্প্রোভাইজেশন অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় দেহ, মন, কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে যেমন একদিকে তার শরীরকে জড়তা মুক্ত করে দেয় তেমনি অন্যদিকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এবং প্রদত্ত পরিস্থিতি অনুসারে সংলাপের ধরন বা তার ছন্দ লয় নির্ধারণ করে দেয়। এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা, ভুল ও সংশোধন এই ত্রিবিধ নিশ্চিত চক্রের বৃত্তে আবর্তিত হতে হতে অভিনয় জ্ঞান হতে থাকে। ইম্প্রোভাইজেশনের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে দেহ মন ও কণ্ঠ অনুশীলনের দ্বারা অভিনেতা নিজেকে যথোপযুক্ত ভাবে তৈরি করে নিতে পারেন।

ইম্প্রোভাইজেশনের চরম প্রাপ্তি অভিনেতার আত্মোপলব্ধি। তার ক্ষমতা কতটুকু, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনি কতটুকু সক্রিয় ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে সক্ষম, তার পরীক্ষা বা যাচাই হয়ে যায় ইম্প্রোভাইজেশনে। সুতরাং বলা যায়, ইম্প্রোভাইজেশন একটি প্রতিভা পরিমাপক বিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক অনুশীলন।

ইম্প্রোভাইজেশনের প্রাক-শর্ত

ইম্প্রোভাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব মেনে অভিনয় অনুশীলন করার জন্য

মহড়া-ঘরে দাঁড়াবার পূর্বে অভিনেতা কতগুলো শত মাথায় রেখে এই অনুশীলন করবেন। এতে অভিনেতা হিসাবে তিনি নিশ্চিত ভাবে কার্যকরী সুফল লাভ করতে সক্ষম হবেন। শর্তগুলি হলো—

প্রথমত : অভিনেতা নিজেকে তিনটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইম্প্রোভাইজেশনের মূল ভাবনার মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে ইম্প্রোভাইজেশনের অভিনয় প্রক্রিয়া পরিচালিত করলে সফল কার্যকারিতা লাভ করা সম্ভব।

মূল বা প্রধান প্রশ্ন তিনটিকে থিয়েটারের ভাষায় বলা হয় Three 'W'. Who, What এবং Where? অর্থাৎ কে কি করছে এবং কোথায় করছে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকে আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করতে হবে। যেমন—কেন? কি উদ্দেশ্য? কোন সময়? কার কাছে? কিভাবে? প্রভৃতি আরও অনেক প্রশ্ন। যদিও এসকল প্রশ্ন মূল তিনটি প্রশ্নের মধ্যেই লুকানো থাকে। তবুও বিষয় বা ভাবনার নিখুঁত উপস্থাপনের জন্য অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা লাভ করতে সক্ষম হবে। যেমন একটি বিষয়—একজন 'শিক্ষকের জীবন।' শর্ত অনুযায়ী অভিনেতা নিজেকে প্রথম প্রশ্ন করবেন চরিত্রটি 'কে?' অর্থাৎ শিক্ষক। এই 'কে' প্রশ্নের মধ্যেই সম্পর্কযুক্ত আরও অনেক প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। যেমন—কোন বিষয়ের শিক্ষক? আদর্শবাদী শিক্ষক না নীতিহীন শিক্ষক, সফল শিক্ষক না কি ব্যর্থ শিক্ষক প্রভৃতি আরও অনেক প্রশ্ন খুঁজে নিতে হবে।

এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন 'কি'? বা What? অর্থাৎ শিক্ষকতা। যার সাথে আবারও প্রশ্ন জাগে—শিক্ষকতা কি তার পেশা না কি সমাজ বা আদর্শের তাগিদে শিক্ষকতা। কিভাবে তিনি শিক্ষকতা করছেন? অর্থের বিনিময়ের নাকি বিনা মূল্যে? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন। এবং তৃতীয় প্রশ্ন 'কোথায়?' বা Where? অর্থাৎ তিনি কোথায় শিক্ষকতা করছেন, শহরে না গ্রামে, যদি গ্রামে হয় তবে সেকি হাইস্কুলে না কি দারিদ্র্যক্লিষ্ট কোন পাঠশালায়? আরো অসংখ্য প্রশ্ন। এছাড়া শিক্ষক কোথায় আছেন বাসস্টপেজে দাঁড়িয়ে নাকি ট্রেনে, রাস্তায় হাঁটছেন নাকি বসে গল্প করছেন? এসবই তার পদমর্যাদা অনুযায়ী ক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপনা করবেন।

শিক্ষক সম্পর্কে মূল তিনটি প্রশ্ন বা Three "W" কে সামনে রেখে এই বিশদ বিশ্লেষণ চরিত্র সম্পর্কে তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, চরিত্রের সামগ্রিক ছবিটি অভিনেতার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। চরিত্রটির বিভিন্ন মাত্রা বা ডাইমেশন বেরিয়ে আসবে। এই পর্যালোচনার সূত্র ধরেই অভিনেতা চরিত্রের মানসিক, দৈহিক, চরিত্র চিত্রণ করতে অধিক বিকাশশীল হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। এভাবে চরিত্র, সংলাপ

এবং পারিপার্শ্বিকতা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রাক্ শর্তের প্রশ্ন এবং এর যৌক্তিক উত্তর অন্বেষণের মাধ্যমে চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে অভিনেতা তার সৃজনশীল এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে সমর্থ হবে।

অনুশীলন

ইম্প্রোভাইজেশনকে সাধারণত, দুভাগে ভাগ করা যায়। একক এবং দলীয় ইম্প্রোভাইজেশন। তবে উভয় ধরণের ইম্প্রোভাইজেশনের জন্য অভিনেতাকে শারীরিক, মানসিক এবং ইন্দ্রিয়জাত কিছু অনুশীলনের চর্চা থাকা একান্ত অপরিহার্য। অভিনেতার শারীরিক, মানসিক বিভিন্ন জড়তা, সীমাবদ্ধতা, সংকোচ, ভীরুতা প্রভৃতি দূর করে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়প্রবণ অভিনেতা হওয়ার জন্য অনুশীলনসমূহ অত্যন্ত অপরিহার্য। নিম্নে শারীরিক, মনোসংযোগ, ইন্দ্রিয়জাত কিছু অনুশীলন উপস্থাপন করা হলো :

বরফ পানি খেলা

দলের মধ্যে একজন হবে বরফ, অন্য সবাই পানি। পানি ছুটাছুটি করতে থাকবে। কিন্তু বরফ (অভিনেতা) যাকে যে অবস্থায় ছুঁয়ে দিবে সে ঐ অবস্থায় বরফ হয়ে যাবে। পানির (অভিনেতাদের) উদ্দেশ্য থাকবে বরফ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে তাকে ছুঁয়ে দেওয়া এবং বরফ (অভিনেতা) যাকে বরফ করেছে সে যেন পানি হতে না পারে এবং একই সাথে অন্যকেও বরফ করতে পারে সে সব চেষ্টা করবে।

কুমির কুমির খেলা

দলের একজন কুমির হবে। অন্যরা ঘরময় ছুটতে থাকবে। কুমির যাকে শরীরের যে অংশে ছুঁয়ে দিবে, ঐ অংশ স্পর্শ করে স্থির হয়ে যাবে এবং যে কোন একটি পশুর ডাক অনুকরণ করে তার শিকার হওয়ার খবর অন্যদের জানাবে। অন্যদের উদ্দেশ্য থাকবে তাকে উদ্ধার করা এবং নিজেকে রক্ষা করা।

চোর-পাহারাদার খেলা

দুজন ছাড়া অন্যান্য সবাই একটি বড় বৃত্ত তৈরি করবে এবং বৃত্তটি ঘর হিসাবে চিহ্নিত হবে। ঐ দু জনের এক জন হবে চোর এবং অন্যজন পাহারাদার। চোরকে বৃত্তের বাইরে রেখে এবং পাহারাদারকে বৃত্তের ভিতরে রেখে কোন একটি বস্তুকে দামি বস্তু হিসাবে তার আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। চোর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বস্তুটি চুরি করবে আর পাহারাদার বস্তুটিকে আগলে রাখতে চেষ্টা করবে। খেলাটি প্রথমে দুজনে

চোখ বেঁধে খেলবে। পরে চোখ খোলা রেখে ঘন অন্ধকার কল্পনা করে খেলবে।

পদমর্যাদার খেলা (Status game)

খেলাটি দুজন দুজন করে খেলবে। উভয়ে উচ্চ পদমর্যাদার মনে করে খেলবে অথবা একজন উর্ধতন অন্যজন অধস্তন মনে করে সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে।

শূন্যস্থানের খেলা (Space game)

ক. নিজেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর মনে করে সে অনুযায়ী শরীরকেও যতটা সম্ভব ছোট করে নিজেকে পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। আবার নিজেকে পৃথিবীর অধিকর্তা মনে করে এবং সব কিছুকে নিজের মনে করে শরীরকে যতসম্ভব বড় করে প্রকাশ করবে।

খ. সবাই ঘরের চারদিকে ছুটে বেড়াবে। মনে রাখবে ঘরের প্রতিটি শূন্য স্থান তার নিজের। এবং সে অনুযায়ী ফাঁকা স্থানের দিকে ছুটে যাবে। নির্দেশকের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন গতিতে এই কাজটি করবে। তিনি যখন যে অবস্থায় থেমে যেতে বলবেন, সবাই তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থায় থেমে যাবে। এভাবে চলতে থাকবে।

গ. প্রাণী জগতের ক্রমবৃদ্ধির তিনটি পর্যায়। ছোট (Short), মাঝারি (Medium) এবং বড় (High)–এই তিনটি অবস্থাকে অনুসরণ করে বিভিন্ন গতিতে ছুটে চলা।

ঘ. দলের সবাই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখী দাঁড়াবে। প্রত্যেক দলে একজন করে দলনেতা থাকবে। এক দলের দলনেতা শরীর এবং কণ্ঠ দ্বারা কোন একটি ক্রিয়া করলে নিজ দলের অন্যরা তা অনুকরণ করবে। এবং ঐ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য দলনেতা যে ক্রিয়া করবে তা নিজদলের সবাই অনুকরণ করবে। খেলাটি দুজন দুজন করেও খেলা যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে গ ও ঘ নং খেলা দুটি অনুশীলনের সময় শিক্ষার্থীগণ পুরো ঘর জুড়ে অনুশীলন করবে।

আয়নার খেলা (Mirror Game)

দুজন দুজন মুখোমুখী দাঁড়াবে। একজনকে অপরজনের মিরর হিসাবে সে যা কিছু করবে তাকেও অনুরূপ তাই করতে হবে। তবে কখনোই eye contact যেন বিচ্ছিন্ন না হয় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছন্দ অনুশীলন (Rhythm)

১. কোন মিউজিকের ছন্দে ছন্দে ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি নতুন নতুন ক্রিয়া করে হাঁটা, যেমন বোঝা মাথায় করে হাঁটা, ঠেলাগাড়ি ঠেলা ইত্যাদি। ২. ছন্দে ছন্দে বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন ভাবে হাঁটা।

অনুভূতির অনুশীলন (Sensation Exercise)

১. দেখা (sight)–কল্পনায় কোন বস্তুকে গভীর মনোযোগের সাথে দেখা। এক্ষেত্রে তার আকার, রং সব কিছুকে বাস্তবের মতো করে দেখা।

২ শোনা (sound)–কল্পনায় কোন শব্দ শোনা। শব্দের উৎস, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য সব কিছুকে মাথায় রেখে ক্রিয়া করতে হবে।

৩. স্পর্শ (Touch)–কল্পনায় কোন বস্তুকে স্পর্শ করে তার ভিতরের অনুভূতিকে অনুভব করা। যেমন শক্ত কিছুর স্পর্শ আর নরম বিছানার স্পর্শের অনুভূতি ভিন্ন হবে।

৪. স্বাদ (taste)–কল্পনার আশ্রয়ে কোন খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ অনুভব করা।

৫. গন্ধ (smell)–কল্পনায় কোন বস্তুর গন্ধ অনুভব করা।

কোন একটি বস্তু বা বিষয়কে নির্দিষ্ট করে কল্পনার চোখ দিয়ে বিষয়টি দেখবে এবং তার রূপ, আকার, গন্ধ সবকিছু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দেখবে। এবং সাথে সাথে বর্ণনা করবে।

৬. দলের সবাই বৃত্তাকারে দাঁড়াবে। একজন কল্পনায় কোন একটি বস্তুকে তৈরি করে তাকে নিয়ে কিছু ক্রিয়া করে বস্তুটি পাশের জনের হাতে দেবে। সে ঐ বস্তুটিকে অনুরূপভাবে গ্রহণ করবে এবং ব্যবহার করে নতুন কোন বস্তুতে পরিণত করে কিছু ক্রিয়া করে পাশের জনকে দিবে। এভাবে চলবে। যেমন প্রথমে কল্পনায় একটি কলম তৈরি করে তার ব্যবহার করে পাশের জনকে দেবে। সে কলম হিসাবেই ওটাকে গ্রহণ করবে এবং পরে ছুরি হিসাবে তৈরি করে ব্যবহার করে পাশের জনকে দেবে।

৭. পঞ্চেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন ক্রিয়া পুংখানুপুংখ ভাবে করা।

৮. সংগীত (Music)–এর সাথে সাথে কোন ক্রিয়া করবে। প্রথমে Music Rhythmকে অনুসরণ করে করবে। এরপর Music বন্ধ করে দিয়ে ঐ Rhythm-এ অন্যান্য আরও ক্রিয়া করা।

সূত্র-নির্দেশ

১. C. Staislavski, *Building a Character*, Chapman and Hall, 1989

২. Viola Spolin, *Improvisation and the Theatre*, North Western University Press, London, 1983

৩. Michael Chekhov, *To the Actor : On the Technique of Acting*, Harper and Row, New York, 1985

৪. John Hodgson and Ernest Richards, *Improvisation*, Grove Weidenfeld, London, 1987

৫. Clive Barker, *Theatre Games*, Eyre Methune, London, 1977

৬. অঞ্জন দাশগুপ্ত, *অভিনয় শিল্প : মন ও সৃজন*, কলকাতা, ১৯৯৪